"আমি কামাখ্যা বিদ্যালয়"

— (আত্মকাহিনি)

❑ সবিতা পাল
শিক্ষয়িত্রী, কামাখ্যা বিদ্যালয়

ওগো,

ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শুনছো, — আজ, তারিখ ১৪-৮-২০০৯ কামাখ্যা বিদ্যালয়ের শ্রেনিকক্ষে এক আলোচনা সভায় আলোচনা হচ্ছে, আমি নাকি পঞ্চাশ বছরে পা দিলাম। তাই পঞ্চাশ বছরের আলোকে আমার এই চলার জীবনের ইতিহাসকে একটু নেড়ে চেড়ে সবার সামনে প্রকাশিত করতে উদ্যোগ নিচ্ছেন আমার পরিবারের বর্ত্তমান শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা। স্বর্ণজয়ন্তীর দোড় গোড়ায় পৌঁছে গেছি ভেবে এক অনাবিল সুখে ছেয়ে গেছে আমার মন। কতিপয় সৃজনশীল ব্যক্তির অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়সংকল্পে আমার যাত্রা শুরু। সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর তারই পঞ্চাশ বছর পূর্তির দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে আমি প্রথমেই সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি তাদের নাম। সঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি এই বিদ্যালয়ের অগণিত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ছাত্র-ছাত্রীর নিরবিচ্ছিন্ন, নিরন্তর ও নিরলস ঐকান্তিক প্রয়াসের ফল, যা আমাকে গর্বের অংলকারে সাজিয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রাখছে আমার ইতিহাস, — সেই "জাতীয় পুরস্কার" প্রাপ্ত বিদ্যালয় - 'কামাখ্যা বিদ্যালয়' - 'আমি'। 'আমি' অসমের বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের প্রথম সারির বিদ্যালয় গুলির মধ্যে এক নামী বিদ্যালয়।

দিনের শুরুতে এক প্রতীক্ষার পর যখন আমার প্রাঙ্গনে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, স্কুল কর্মচারীর আনাগোনা শুরু হয়, শুনি দেশের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির বন্দনা, শুনি ছাত্র-ছাত্রীর জীবনের মানুষ হবার দৃঢ় সংকল্প, শিক্ষা গ্রহণের প্রতিজ্ঞার বাণী, তখন মনে হয় আমি বড় সুখী। ওরা যখন মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ভীষণ প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তখন প্রকৃতিও ওদের কথা ও সুরের সঙ্গে একই লয়ে, একই ছন্দে দুলতে থেকে বলে যেন আমিও তোমাদের। ওদের প্রতিজ্ঞায় সাড়া দিয়ে প্রাঙ্গণের কৃষ্ণচূড়া গাছটি পাতা ছড়িয়ে ওদের আশীর্বাদ করে। ঋতুর আগমনের ছন্দে বসন্তে নানা রঙে রাঙিয়ে ভরিয়ে দিতে চেষ্টা করে ওদের মন। বলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ও সুরের ছন্দে-

"রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাওগো এবার
যাবার আগে, - তোমার আপন রাগে,
গোপন রাগে, তোমার তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
— অশ্রু জলের করুণ রাগে।"

রুটিন মাফিক যখন শুরু হয় প্রতিটি কক্ষে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রীর শিক্ষার আদান প্রদান,

নীরবে নিঃশব্দে অনুভব করি ওদের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি স্পন্দন। প্রহরীর মতো আগলে রাখি আমার পরিবার। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি কায়মনবাক্যে ওদের পূর্ণহোক আশা আকাঙ্ক্ষা, ওরা হোক - শ্রেষ্ঠ, হোক দীর্ঘায়ু ও সুস্থসবল। টিফিনে যখন দাপিয়ে বেড়ায় ধুলো উড়িয়ে আমার বুকের উপর দিয়ে, দৌড়াদৌড়ি ও কলকাকলিতে ছাত্র-ছাত্রীরা মাতিয়ে দেয় প্রাঙ্গণ। ভাল লাগে মজা পাই তখন। এত মাতামাতি ও চিৎকার হঠাৎ থেমে যায় ওরা যখন ওদের নিদিষ্ট শ্রেণিকক্ষে ঢুকে নিজের পাঠভিত্তিক পড়াশোনা চালিয়ে যায় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখি এত চঞ্চল, এত দুরন্ত বিদ্যার্থীরা কেমন বাধ্য সুবোধ বালক বালিকার রূপ পাল্টাতে পারে। বাবা মা যেমন বুকভরা ভালোবাসা দিয়ে নিজের সন্তান পালন করেন, তেমনি বিদ্যালয়ের সবাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওদের আগলে রেখে চলার পথে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। ভীষণ কষ্ট পাই যখন ছুটির ঘণ্টা বেজে ওঠে। এই ঘণ্টা ধ্বনি ওদের সময়ের মূল্যের জীবনের পার্থক্য তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় আজকের মতো কর্মসূচি এখানে শেষ হলেও আবার আগামী দিনের সূর্যোদয় নতুন কর্মসূচির অংশগ্রহণে আলোকপাত করাবে। সবাই চলে যাবার পর এক নিঃশব্ধতায় আমাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে আকড়ে ধরে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়, এক নিঃস্তব্ধতায় এক বেদনায়। ক্রমশ স্তব্ধতার অন্ধকারে আমার দায়িত্ব যেন বেড়ে যায়। অতন্দ্র প্রহরীর মতো দারোয়ান পাহারা দিয়ে আমায় আগলেরাখে ভোর হবার অপেক্ষায়। সবচেয়ে মর্মান্তিক সময় দীর্ঘ গরমের অবকাশ। তবুও প্রতীক্ষা ও অপেক্ষাই তো জীবনের ইতিহাস গড়ার আগত দিন।

কামাখ্যা বিদ্যালয় বলতে বিশাল খোলা জায়গার সুউচ্চ অট্টালিকা নাহলেও স্বল্প পরিসরে ত্রিভঙ্গ আকৃতির মধ্যে আমি ব্যাপ্ত। সাজান গোছান বিশাল নাহলেও আকা বাঁকা জমির ওপর আমার আবাস, সুপরিকল্পিত একটি পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্ব এখন আমার। আমার অস্তিত্ব ঘরবাড়ি নিয়ে নয়। আমার অস্তিত্ব যা আমার পরিচয়ে তা আমার ছাত্রছাত্রীর কৃত্বিত্বের, যা গর্বিত উজ্জ্বল মহিমায় জ্বলজ্বল করে সুপরিচিত হয়েচে তা বিদ্যালয়ের সুপরিচালনা করার শিক্ষাব্যবস্থা ও ফলাফল নিয়ে। বহু ছাত্রছাত্রী আজ দেশ বিদেশে বড় বড় জায়গায় অনায়াসে নিজেদের স্থান দখল করে নিতে পেরেছে ভেবে গর্বিত।

আমার জন্ম ইতিহাস ভীষণ সুন্দর। আজ আমি যেখানে দাড়িয়ে শ-শ ছাত্র-ছাত্রী ইত্যাদি নিয়ে বিরাজ করছি প্রথমে তা ছিল না। শোনা কথায় একজন বৃদ্ধা নাকি বস্তা পেতে কয়েকজন রেল কলোনিও তাঁর আশে পাশের কয়েকজন বাচ্চাদের নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যার পরিচয়ের 'অ, আ' শেখাতেন, গল্প বলতেন, নানা বিষয়ে উপদেশ ইত্যাদি ..... দিতেন। এই বৃদ্ধার নাম কেউ মনে রাখেনি কিন্তু যারা পুরোন পাড়ার লোক তারা হয়তো জানতেন। এরূপ অনেকেই আজ এই জগতে নেই তবুও তাদের অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রনাম জানাই। যাইহোক আমার

উৎপত্তি এখান থেকেই। এই বৃদ্ধার প্রেরনায় উদ্ভাসিত হয়ে কিছু উদ্দ্যোগী বয়ঃজ্যেষ্ঠারা নিজের হাতে মাটি কেটে ভিত্তি স্থাপন করে বাঁশের বেড়া দিয়ে কিছু ঘর বানিয়ে গড়িয়ে দিলেন বিদ্যার মন্দির। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলে মেয়ে ডেকে ডেকে এনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে দিলেন। শুরু হল এগিয়ে চলার জয়যাত্রা। ক্রমশ বহুব্যক্তির অবারিত দান ও সহযোগিতায় নবনির্মিত বিদ্যা মন্দিরের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখেছি, এই বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে একদল সমাজসেবী 'যাত্রা' করে 'চাঁদা' তুলে বিদ্যালয় নির্মাণে সাহায্য করেছেন। সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় সাহায্য করেছেন। সমাজের এই সুন্দর কাজের জন্য তাদের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবো আমি, এই বিশাল বিদ্যাদানের কর্মযজ্ঞের একজন অংশীদার হয়ে আমি গৌরবান্বিত। এমন অনাবিল আনন্দ যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। স্বল্প সংখ্যক কর্মযোগী সন্তানের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও মনোবলের ফলশ্রুতি আজকের 'আমি' এই 'কামাখ্যা বিদ্যালয়'। বিভিন্ন ভাষাভাষীর পরিচালন কমিটি, কর্মচারী, শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রীর সম্মিলিত চেষ্টায় আমার যে ইতিহাস, আমার যে পরিচয় তা আজ এই বিদ্যারম্ভের প্লাটফর্ম, শিক্ষাদানের সূচনার সেই মন্দির , যেখানে এক পবিত্রতা ঝলমলে আছে, - জীবনের আলোকের ঝর্ণাধারায়। যারা এই বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পশ্চাতে রয়েছে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার অদম্য প্রচেষ্টায়, তারা চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবেন কামাখ্যা বিদ্যালয়ের ইতিহাসের পাতায় পাতায়। সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি আজও অব্যাহত। সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার ইতিহাসে সঠিক বর্ণনা দিতে না পারলেও কিছু ইতিহাস তুলে ধরে তোমাদের মনে করিয়ে দিলাম আমি কি ছিলাম, কী আছি ও কী থাকব।

মহাপুরুষ ও বড়দের কথায় বলে যে পুরোন পিড়ি সবসময় নতুন পিড়িকে এগিয়ে দেয়। উপহার দেয় পুরোন আদর্শ, উদ্দেশ্য, উদ্দীপনা, সংস্কার, কিন্তু বর্তমান পিড়ি তা শুনতে চায় না। যদি শুনতেও না চায় পুরানকে ভেঙে চুড়ে যা নতুন গড়ে, তাতেও পুরান জিনিসের কোথাও না কোথাও পুরোন উপাদান মিশে থাকে কারণ অসংখ্য পরমাণুর যোগেই একটিকণার সৃষ্টি ।

তাই এই বিদ্যালয়ের পুরোন পিড়ির সব কিছু কৃতিত্বের ইতিহাস মাথায় রেখে যদি এগিয়ে যাওয়া যায় তবে কামাখ্যা বিদ্যালয়ের আমরা নতুনরা হবো লাভবান। কামাখ্যা বিদ্যালয় এমন এক প্রাঙ্গণ, এমন এক প্লাটফর্ম , যেখানে এক ম্যাজিক কাঠির স্পর্শে পালটে দিতে পারে সময় জীবনকে। জানো এই ম্যাজিক কাঠির জাদুতে কী আছে তা হচ্ছে কর্ম প্রচেষ্টা ও অধ্যয়ন। যা এমনভাবে পাল্টে দেবে জীবন শিক্ষাকে, তা ভাবাই যাবে না। সময় এক রকম থাকে না, ভগবানের আশীর্বাদ ও বড়দের অনুপ্রেরণা নিয়ে এবং নিজেদের পরম ধৈর্য্যে চালিয়ে গেলে কামাখ্যা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আবার একদিন বাংলা স্কুলের মান মর্যাদা এমন এক চরম শিখরে পৌঁছে দেবে, যা ক্রমশ প্রথম শ্রেণির বিদ্যালয় গুলির মধ্যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হবে। এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।